টো | কি | ও

একুশের প্রথম প্রহর

দেশে নেই তবুও দেশের প্রতি ভালোবাসা আছে প্রবাসীদের। তারা ভোলে না দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা... টোকিও থেকে

লিখেছেন **রাহমান মনি**

ফেব্রুয়ারি ২১ এখন আর ক্যালেন্ডারের সাধারণ একটি তারিখ শুধু নয়। এটি এখন শোক, প্রেরণা, শপথ এবং গর্বের মিলিত স্রোতধারা। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে একুশের অভিষিক্ত রূপায়ণ অদ্বিতীয় ইতিহাস, একটি জীবন্ত অধ্যায়। মহান একুশের শোক ও অহংয়ের গৌরবে উজ্জীবিত বাঙালি জাতি এখন শুধু নিজেদের মধ্যেই নয়, সারা বিশ্বের মানুষকে নিয়ে এসেছে একই চেতনার মঞ্চে। তাই পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকেই বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিদেশীদের উপস্থিতিতে বাঙালি স্মরণ করে মাতৃভাষার জন্য অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেয়া সেই সব সূর্য সৈনিকদের। জাপান প্রবাসীরা এক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে রয়েছে। তারা রাজধানীর ব্যস্ততম স্থান ইকেবুকুরো নিশিগুচি পার্কে একটি স্থায়ী শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠার অনুমতি আদায়ে সক্ষম হয়েছে। যা গত জুলাই '০৫ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং বর্তমানে নির্মাণাধীন। অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

জাপানে শহীদ মিনার নির্মাণে দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি প্রবাসী স্বপ্রণোদিত হয়ে শরিক হয়েছিল। তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে এগিয়ে আসে দূতাবাস। দীর্ঘদিন টোকিও বৈশাখী মেলার মাধ্যমে প্রদর্শিত বাংলাদেশী সংস্কৃতি Toshima-ku কর্তৃপক্ষ এবং জনগণকে প্রলুব্ধ করতে পেরেছে বলেই Toshima-ku কর্তৃপক্ষ এবং জনগণ ইকেবুকুরো নিশিগুচি পার্কে শহীদ মিনার নির্মাণে অনুমতি প্রদান করে। Dr. osamu otsubo'র (যিনি বাংলাদেশের একজন পরমবন্ধু) ব্যক্তিগত যোগাযোগও যথেষ্ট কাজে লাগে। তাদের ঔদার্যের জন্য বাঙালি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। টোকিও শহীদ মিনারে প্রথম প্রভাত ফেরিকে সামনে রেখে প্রবাসীদের মধ্যে শহীদ দিবসের শোকের পাশাপাশি জয় করার উৎসাহ উদ্দীপনাও কাজ করতে থাকে। দুই দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করে। প্রথম দিন ১৯শে ফেব্রুয়ারি ছিল বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে Toshima-ku Mayor Takano yukio এবং জাপান বাংলাদেশ পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট Shin Sakurai (Mp) যথাক্রমে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণে বাংলাদেশ দূতাবাস, উত্তরণ এবং স্বরলিপি কালচারাল একাডেমী। বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রদূত সিরাজুল ইসলাম, মেয়র তাকানো ইয়ুকিও এবং শিন সাকুরাই এমপি। অনুষ্ঠান আয়োজনের দ্বিতীয় দিন ছিল জাপানের প্রথম প্রভাতফেরি, আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, বিশেষ মোনাজাত, বাণী পাঠ এবং সব শেষে দিবসটি তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা।

২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রভাতে এই প্রথম জাপানে প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়। Toshima-ku কর্তৃপক্ষ নির্মাণাধীন শহীদ মিনারের সামনে অস্থায়ী বেদি তৈরি করে এবং পুরো এলাকা নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে এবং অনেক তাঁবু টানিয়ে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দেয়। ডেপুটি মেয়র নগ্ন পায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে টোকিও শহীদ মিনারের বেদীতে প্রথম পুষ্প স্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা জানান। তারপর একে একে সকলে সারিবদ্ধভাবে পুষ্পস্তবক অপর্ণ করে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানান। এই সময়ে মিলিত কণ্ঠে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' অমর সঙ্গীতটি বার বার উচ্চারিত হতে থাকে। পুরো পার্ক এলাকা জুড়ে একই কথা ধ্বনিত হতে শোনা যায়। সবশেষে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে '৫২র বীরদের প্রতি অন্তর নিংড়ানো শ্রদ্ধা জানানো হয়। তীব্র শীতকে উপেক্ষা করে দূরদুরান্ত থেকে প্রবাসীরা পুষ্প হাতে পার্ক এলাকায় জড়ো হতে থাকে। কেউ কেউ তাদের সন্তানদের নিয়ে আসে শহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে।

জাপানে প্রথম প্রভাত ফেরি উপলক্ষে 'পরবাস' (জাপান থেকে প্রকাশিত বাংলা ম্যাগাজিন) প্রবাসীদের কথা জানিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা বের করে। জুয়েল আহমেদের সম্পাদনায় বের হয় 'বাংলার অহংকার' নামে একটি বই। বইটিতে মাতৃভাষার আন্দোলনের পটভূমি এবং বাংলাদেশকে তুলে ধরা হয়। বাংলা এবং জাপানিজ ভাষায় প্রকাশিত বইটিতে মূল্যবান কতগুলো লেখা স্থান পায়।

উল্লেখ্য, জাপানে শহীদ মিনার স্থাপনে এবং প্রচারে সাপ্তাহিক ২০০০ এবং চ্যানেল আই-এর ভূমিকা প্রশংসনীয়।

টোকিও, জাপান

জা | র্মা | নি

প্রবাসে মেলা

৮ এপ্রিল বাংলাদেশ জার্মান মহিলা সমিতি এক মিনাবাজার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত মিনাবাজারে আপনাদের জন্য সুলভ মূল্যে দেশীয় খাবার ও দেশীয় পণ্যের পাশাপাশি থাকবে আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পী সৌমেন অধিকারী। তবলায় থাকবেন স্বর্ণপদক প্রাপ্ত সঞ্জয় কান্সবনিক। সঙ্গে ভারতীয় রেডিও থেকে তবলাবাদক গৌতম চক্রবর্তী। এছাড়া অন্যতম আকর্ষণ 'কৃষ্ণ আইল রাধার কুঞ্জে ফুলে আইলো ভোমরা' খ্যাত কায়া (kaya)। সকলের সবান্ধব উপস্থিতি আয়োজনকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করবে। ফ্রাঙ্কফুর্টস্থ Nordwest Zentrum-এর Titus Forum-এর এই মিনা বাজার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবার জন্য উপভোগ্য হোক।

মনিরা ইসলাম, জার্মানি

ফ্রা | ঙ্ক | র্ফু | ট

জার্মানিতে উ"P শিক্ষা

জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনার একমাত্র মাধ্যম ছিল জার্মান ভাষা। বর্তমানে জার্মান ভাষার পাশাপাশি ২৭৪টি বিষয় ইংরেজি ভাষায়ও অধ্যয়ন করা যায়। প্রতি বছর সারা বিশ্ব থেকে বিপুলসংখ্যক বিদেশী ছাত্রছাত্রী এ দেশে আসে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে। ছাত্রছাত্রীদের এই বিশ্বমেলায় কোনো এক বিচিত্র কারণে বাংলাদেশের কোনো অংশগ্রহণ নেই। জার্মানিতে পড়াশোনা ও কেরিয়ার তৈরি বিশাল এক সম্ভাবনা বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের কাছে এখনো প্রায় অজানাই রয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরি ও প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় এবং শিল্পকলা বিশ্ববিদ্যালয় নামের তিন ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ দেশে আছে যা সরকারি, বেসরকারি এবং গির্জার আওতাভুক্ত। যেসব বিষয়ে পড়াশোনার মাধ্যম জার্মান, সেসব বিষয়ে পড়াশোনার জন্য বিদেশী ছাত্রদের জার্মান ভাষায় দক্ষতা প্রমাণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। আবেদনকারী যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়। তাই এ দেশে জার্মান ভাষায় পড়াশোনার জন্য নিজ দেশ থেকে জার্মান ভাষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করে আসাই ভালো। ইদানীং অনেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান জার্মান ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিতেও পড়াশোনার সুযোগ দিচ্ছে। ইংরেজিতে পড়াশোনার জন্য প্রার্থীদের IELTS কোর্সের সনদ জমা দিতে হয়।

আবেদন ও যোগ্যতা

জার্মানিতে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি বৈদেশিক বিভাগ আছে। এই বিভাগটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রদের ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তত্ত্বাবধান করে। সামার সেমিস্টার শুরু হয় প্রতি বছর ১ এপ্রিল এবং আবেদনের শেষ সময় ১৫ জানুয়ারি। উইন্টার সেমিস্টার শুরু হয় প্রতি বছর ১ অক্টোবর এবং আবেদনের শেষ সময় ১৫ জুলাই। আবেদনের জন্য যে সমস্ত কাগজপত্র প্রয়োজন তা হলো মূল শিক্ষাগত সনদপত্র, সনদপত্রের সত্যায়িত অনুবাদ, একটি পাসপোর্ট আকারের ছবি, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাকগ্রাউন্ড সংবলিত বায়োডাটা, জার্মান ভাষায় দক্ষতার সনদপত্র ইত্যাদি। যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদেশী ছাত্রদের যোগাযোগের প্রথম মাধ্যম হলো এই বৈদেশিক বিভাগ। এই বিভাগটি বিদেশী ছাত্রদের যাবতীয় পরামর্শ এবং যেকোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া বিদেশী ছাত্রদের শিক্ষাগত সনদপত্র যাচাই এবং মূল্যায়ন করে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির যোগ্যতা সংক্রান্ত সনদও এই বিভাগ প্রদান করে থাকে। ১ মে ২০০৪ থেকে বিদেশী ছাত্ররা ভর্তিসংক্রান্ত আরেকটি সুবিধা পেয়ে আসছে। এখন আন্তর্জাতিক ছাত্রদের সেবা প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান বিদেশী ছাত্রদের শিক্ষাগত সনদপত্র মূল্যায়ন করে ভর্তির যোগ্যতার ভিত্তিতে ছাত্রের পছন্দের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কাগজপত্র পাঠিয়ে দেয়। জার্মানির ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাসংক্রান্ত অন্য দুটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান DAAD এবং HRK-এর সমন্বিত উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। কিছু কিছু প্রতিযোগিতামূলক বিষয় যেমন চিকিৎসা বা প্রকৌশল বিষয়ে পড়াশোনার জন্য যে সংস্থায় সরাসরি আবেদন করতে হয় সেটির নাম কেন্দ্রীয় আসন বন্টন দপ্তর বা ZVS। এ ধরনের বিষয়ে পড়াশোনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদেশিক বিভাগ সনদপত্রের মূল্যায়নের দায়িত্ব ঐ সংস্থার ZVS হাতে ছেড়ে দেয়। সংস্থাটি সনদপত্রের মূল্যায়ন শেষে ঐ ছাত্রকে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার প্রস্তাব করে। এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের নিজ পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার আর তেমন কোনো সুযোগ থাকে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদেশিক বিভাগ অনেক সময় বিভিন্ন কারণে ভর্তির যোগ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। অনেক দেশের শিক্ষাগত সার্টিফিকেট জার্মানির উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির জন্য যথেষ্ট নয় বা কখনো কখনো আদৌ স্বীকৃত নয়। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জার্মান ছাত্রদের জন্য ভর্তির নিম্নতম যোগ্যতা হলো Abitur বা ত্রয়োদশ শ্রেণীর পাঠ সমাপন। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশী একজন ছাত্র যদি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বা দ্বাদশ শ্রেণী সমাপ্ত করে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায়, তাহলে তার শিক্ষাজীবনে এক বছর ঘাটতি ধরা হয়। এমন ক্ষেত্রে বিদেশী ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে এক বছর মেয়াদি একটি সম্পূরক কোর্সে অংশ গ্রহণ করতে হয়। কোর্সটির শেষে ছাত্রদের একটি যোগ্যতা নির্ধারণী পরীক্ষায় সাফল্য জনক অংশগ্রহণের পর ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।

২০০০-২০০১ সেশন থেকে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে একটি নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। এই নিয়মের ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রচুর চাহিদা আছে এমন বিষয়গুলোতে তাদের মোট আসন সংখ্যার ২৪ শতাংশ মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে পূরণ করে থাকে। প্রার্থী নির্বাচন কমিশনের সামনে প্রার্থীদের সত্যিকার অর্থে পড়াশোনা করার ইচ্ছা, আগ্রহ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা

ইং | ল্যা | ন্ড

অকৃতজ্ঞ আমরা!

প্রবাসে যখন কোনো বাংলাদেশী মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, মনটা আনন্দে ভরে ওঠে; কারো সঙ্গে মন খুলে আমার ভাষায় কথা বলবো, দেশীয় সংস্কৃতি নিয়ে আলাপ করবো। কিন্তু আমার সেই আনন্দ পাওয়া যেন ডুমুরের ফুলের মতো দুর্লভ। এখানে আমি যত বাংলাদেশী পরিবার দেখেছি, তাদের মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি বাংলা না বলার প্রবণতা। বাবা-মা হয়তো বাংলাভাষী, কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে তারা তাদের সন্তানদের বাংলা ভাষা শেখায় উৎসাহিত করেন না, এমনকি নিজেরাও তাদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলেন। এমনকি নিজেরাও তাদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলেন। অনেক বাচ্চা হয়তো ছোট বেলায় এসেছে। সুন্দর বাংলা বলতো কিন্তু সমাজ এবং পরিবার থেক কোনো উৎসাহ ও চর্চার অভাবে পুরোপুরি বাংলা ভাষা ভুলে গেছে। এমনকি তারা বাংলায় কথা বলাটাকেও গেঁয়ো, 'আনস্মার্ট' 'আনকালচার্ড' মনে করে। অথচ সুদূর ইংল্যান্ডে বসে তাদের হিন্দি চলচ্চিত্র বা গান শোনার কোনো কার্পণ্য নেই, বাংলার কিছু এলেই যেন তারা আর সেটা চায় না।

খুব দুঃখ হয় যখন দেখি, আমারই মতন গায়ের রঙের আমারই দেশের একজন মানুষের সঙ্গে বাধ্য হয়ে আমাকে ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। আরেক ধরনের চিত্র চোখে পড়ে, যদিও সেটা সংখ্যায় খুব কম। বিদেশের মাটিতে জন্ম নিয়েও বাংলা ভাষা শেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখেছি কিছু মানুষের মধ্যে। যদিও সমাজের কারণে শুদ্ধ বাংলাটা শেখা তাদের জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়; তার পরেও নিজের বাবা-মা'র ভাষা শেখার তীব্র উৎসাহ থাকায় ভালো বাংলা বলতে না পারলেও বলতে চেষ্টা করে।

বাংলাদেশ আমার দেশ, বাংলা ভাষার দেশ, বাংলাভাষী মানুষের দেশ। এখানে এসেও কেন আমাকে হতাশ হতে হয়? আশপাশে ছোট ছোট বাচ্চা সব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। বাংলা তো তারা বলতেই চায় না, আর যদিও বা বলে, ভিন্ন একটা ইংলিশ অ্যাক্সেন্টে বাংলা বলে। কেন শুধু প্রবাসী বাঙালিদের দোষ দিই। বাংলা যে দেশের মাতৃভাষা, সে দেশের মাটিতেই যদি মানুষ বাংলায় কথা বলতে না চায়, বাংলা শিখতে না চায়, তাহলে আমাদের ভাষার জন্য এতো আন্দোলন, এত রক্তক্ষরণের মূল্য রইলো কোথায়? যাদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা আমাদের মুখের ভাষা পেয়েছি, অন্তত তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কি আমরা আমাদের মুখের ভাষা, প্রিয় মাতৃভাষাকে ধরে রাখতে পারি না? নাকি আমরা এতই অকৃতজ্ঞ!!!

তাসমিনা লিজা, ইংল্যান্ড
Islam@T.kent.ac.uk

কয়েকটি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার খরচ

বিশ্ববিদ্যালয় নাম	ছাত্রসংখ্যা	সেমিস্টার চাঁদা	হোস্টেল ভাড়া
ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়	৩৬০০০	২১৬ ইউরো	২৫০ ইউরো
কারিগরি ও প্রকৌশল ইনস্টিটিউট, ফ্রাঙ্কফুর্ট	৯০০০	২৩৩ ইউরো	২১০ ইউরো
কারিগরি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ডার্মস্টাড্ট	১৬১৬০	১৮৬ ইউরো	২৪০ ইউরো
কারিগরি ও প্রকৌশল ইন্সটিটিউট, ডার্মস্টাড্ট	১০৩১০	১৯০ ইউরো	২২৫ ইউরো
গিজেন বিশ্ববিদ্যালয়	২০৮০০	১৭৬ ইউরো	১৬০ ইউরো
গিজেন বিশ্ববিদ্যালয়	১৮০০০	১৮৩ ইউরো	১৮০ ইউরো
মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়	১৮৭৭০	১৮১ ইউরো	১৬০ ইউরে

করতে হয়। প্রার্থী নির্বাচন কমিশন কোনো কারণে প্রার্থীর বক্তব্যে সন্তুষ্ট না হলে ভর্তির অনুমতি পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচুর জার্মান এবং অজার্মান ছাত্রদের পড়াশোনার চেয়ে অর্থ উপার্জনের দিকে মনোযোগ বেশি থাকার কারণে এই নিয়মের উৎপত্তি। এদেশে এমন অনেক ছাত্র নামধারী আছে, যাদের তথাকথিত পড়াশোনা চলছে দুই যুগ যাবৎ। বাংলাদেশের আদুভাইরা এদেশে আমানুল্লাহ নামে পরিচিত। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভর্তির যোগ্যতা সংক্রান্ত অনুমতিপত্র পেলেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন বিদেশী ছাত্র পড়াশোনার জন্য প্রযোজ্য ছাত্র ভিসা যোগাড় করতে না পারবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ ছাড়া অন্য যে সব দেশের ছাত্ররা জার্মান ভিসার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত নন, তাদের এদেশে পড়াশোনার জন্য অবশ্যই ছাত্র ভিসা নিতে হয়।

ভিসা

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়া অন্য প্রায় সব দেশের ছাত্রদের এ দেশে ছাত্র ভিসা নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। পর্যটন ভিসা নিয়ে এদেশে এসে পড়াশোনা করা সম্ভব নয়। পর্যটন ভিসা কখনই ছাত্র ভিসায় রূপান্তর করানো যায় না। বিদেশী ছাত্রদের জন্য তিন ধরনের ভিসা প্রদান করা হয়। ১. শুধু ভাষা শিক্ষা কোর্স করার জন্য সুনির্দিষ্ট ভিসা যা পরবর্তীতে নিয়মিত ছাত্র ভিসায় রূপান্তর করা যায় না। ২. ভাষা শিক্ষা শেষে পড়াশোনার আবেদনের সুযোগ প্রদানের জন্য স্বল্পকালীন ভিসা যার মেয়াদ সর্বোচ্চ তিন মাস পর্যন্ত হতে পারে। আবেদন ও ভর্তির সুযোগ প্রদানের জন্য এই ভিসা দেয়া হয়ে থাকে। ৩. ছাত্র রেসিডেন্স ভিসা যা প্রতি বছর নবায়নযোগ্য এবং দশ বছর মেয়াদি। সেমিস্টার ড্রপ, অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে এই ভিসার মেয়াদ আরো দীর্ঘ হতে পারে। এই ভিসার জন্য সাধারণত যা প্রয়োজন, তা হলো জার্মান কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তির যোগ্যতা সংক্রান্ত অনুমতিপত্র, জার্মানিতে কমপক্ষে এক বছর পড়াশোনা করার মতো আর্থিক সঙ্গতির প্রমাণপত্র, বৈধ পাসপোর্ট, পাসপোর্ট আকারের ছবি, স্বদেশে পড়াশোনার সমস্ত সনদপত্র ইত্যাদি। তবে ভিসা প্রাপ্তি খুব সহজ হয়ে যায়, যখন জার্মানিতে বসবাসরত কোনো আত্মীয় কোনো প্রার্থীর পড়াশোনা ও থাকা খাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের লিখিত সম্মতিপত্র প্রদান করেন। বিদেশী ছাত্রদের স্বদেশে জার্মান দূতাবাস বা স্থানীয় কনস্যুলেট অফিসে গিয়ে উপরোক্ত কাগজপত্র নিয়ে প্রচুর সময় হাতে নিয়ে ভিসার আবেদন করতে হয়। ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জার্মান দূতাবাস বা কনস্যুলেট অফিসে সংগ্রহ করা যায়।

পড়াশোনার খরচ

জার্মানিতে এখনো পর্যন্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কোনো প্রকার টিউশন ফি নেই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে অনেক জায়গায় টিউশন ফি ধার্য করা হয়েছে শুধুমাত্র দীর্ঘমেয়াদি অনিয়মিত ফেলু ছাত্রদের জন্য, যারা বছরের পর বছর ইচ্ছা করে ফেল করে শুধু অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত থাকে। টিউশন ফি না থাকলেও প্রতি সেমিস্টারে ছাত্রদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ শিক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার বাবদ প্রদান করতে হয় বা প্রতি সেমিস্টারে সর্বোচ্চ ১০০ ইউরো পর্যন্ত হতে পারে। বিনিময়ে ছাত্ররা কম্পিউটার ও ল্যাবরেটরি সরঞ্জামের অবাধ ব্যবহার ছাড়াও বাড়তি সুবিধা হিসেবে পায় বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে অবস্থিত সেই শহর এবং পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতে বিনামূল্যে বাস, ট্রাম ও পাতাল রেলে সারাবছর ভ্রমণের মাল্টিপল টিকিট।

মোঃ ইসমাইল হোসেন বাবু
Friedberger Anlage 3
60314 Frankfurt, Germany

ই | টা | লি

দেশ ভাবনা

কেউ দেশরত্ন, কেউ দেশমাতা আবার কেউ পল্লীবন্ধু স্ব-প্রদত্ত খেতাব ধারণ করে প্রতিদিন মিথ্যাচর্চা করে যাচ্ছেন। আর আমরা অসহায় জনতা সবকিছু বুঝতে পেরেও এ মিথ্যাবাদীদের মধ্য থেকেই একজন মিথ্যাবাদীকে বেছে নিচ্ছি। আমাদের আর কোনো উপায় নেই। কারণ রাজনীতি এখন মিথ্যুকদের দখলেই। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, ২০০১-এর জাতীয় নির্বাচনের পর দেশের ভগ্ন অর্থনীতিকে চাঙা করতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রবাসীদের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন দেশে অর্থ প্রেরণের। আর প্রবাসীরা তার সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে যাত্রায় দেশের অর্থনীতিকে বিপজ্জনক অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। আজ প্রায় পাঁচ বছর পর আমরা কি প্রশ্ন করতে পারি- মাননীয় নেত্রী আপনি আমাদের জন্য কি করেছেন? আপনি প্রদত্ত আশ্বাস অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় গঠন করেছেন। কিন্তু প্রবাসীদের কল্যাণে এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম কী আমরা কেউ জানি না। আপনার বিশাল সহযোদ্ধা বহরের একজনের উচ্চাসনে উপবিষ্ট হওয়া ছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের অর্জন শূন্য। একজন প্রবাসী হিসেবে অন্য প্রবাসীদের হৃদয়ের স্পন্দন আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আর আজ সব প্রবাসীদের হৃদয়ের স্পন্দনে শুধু একটিই আকুতি, সেটা হলো আপনি আমাদের জন্য অন্তত একটি কাজ করুন। আমাদেরকে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দিন। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে এটা এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। এই কিছুদিন আগে ফিলিপিনের জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে প্রবাসী ফিলিপিনদের ভোটার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শেষ তারিখ অতিক্রান্ত হলো। আমরা লক্ষ্য করলাম, বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সবাই পাসপোর্টের ফটোকপি নিয়ে ভোটার লিস্টে নাম অন্তর্ভুক্ত করছে। যেন উৎসবের আমেজ। ফিলিপাইনের মতো একটা দেশে অনলাইন ভোটিং সিস্টেম থাকলে আমাদের দেশে এটা কেন হতে পারে না? যে দেশের একজন মন্ত্রী শত কোটিপতি সে দেশে এটা এমন কোনো খরচ নয়। শুধু সরকারের স্বদিচ্ছা থাকলেই এটা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। তবে এটা অকেশনাল অসুস্থ সিইসিকে দিয়ে সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার সৎ, সাহসী, উদ্যমী এবং জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন।

আমরা জানি, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের এ দাবি পূরণ হবার নয়। এ দাবি পূরণের জন্য রাজনীতিবিদগণের স্বদিচ্ছা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশের রাজনীতি আজ মূর্খ, অসভ্য, মিথ্যাবাদী হায়েনাদের হাতে জিম্মি।

Kader Siddiqul APU
Italy, siddiqulapu@yahoo.com